কুরবানী
(ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিধান)

রচনায়
মুফতী শারীফ মুহাম্মদ সাঈদ

প্রকাশনায়:
বি এ এস বি কমপেক্স
(সিলেট দাওয়াহ সেন্টার)
আল ফালাহ বি-২২, ক্বারিপাড়া, আখালিয়া, সিলেট, বাংলাদেশ।

যোগাযোগ:
মোবাইল : +880 1932 188582
হোওয়াটসঅ্যাপ : +447840086856
info.basbcomplex@gmail.com

প্রকাশকের কথা

সিলেটে 'বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রাহ. কমপেক্স' একটি প্রাণবন্ত দাওয়াহ ও ইসলামিক শিক্ষাকেন্দ্র। দীন ও উম্মাহর খেদমতে নিয়োজিত বহুমুখী এ প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যে নানাবিধ সেবা ও সহযোগিতা করে আসছে সর্বস্তরের মানুষদের। বিশেষত দাওয়াহ ও প্রশিক্ষণে রয়েছে এর সুনিপুণ ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। আর এরই অংশ হিসেবে আলোচ্য পুস্তিকাটির প্রকাশনা।

বইটি আকারে ছোট হলেও বিষয়, উপস্থাপনা এবং দলীল-প্রমাণের বিচারে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। এতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে কুরবানীর ইতিহাস-ঐতিহ্য ও বিধান তুলে ধরার পাশাপাশি এর 'ফিক্বহ' বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ফলে গতানুগতিক পুস্তকের চেয়ে এর পাঠ ও প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়েছে অন্য রকম।

আমরা আশা করি, এর মাধ্যমে দীনদরদি ভাই-বোনেরা অনেক উপকৃত হবেন। দুআ ও সহযোগিতার হাত নিয়ে পাশে থাকবেন উম্মাহর। সাথে থাকবেন এই দাওয়াহ সেন্টারের। আল্লাহ আমাদের সকলের যাবতীয় নেক আমল কবুল করুন। আমিন।

মাওলানা হোসাইন আহমদ
পরিচালক, বশীর আহমদ শায়খে বাঘা রহ. কমপেক্স।
তারিখ: ১১/০৬/২০২৪

কুরবানী

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও বিধান

প্রারম্ভিক কথা: কুরবানী মুসলিম সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। নবী-রাসূলগণের সুন্নাহ অনুসরণ করে প্রতিবছর 'ঈদ আল-আদ্বহা'র সময় আল্লাহর নামে কুরবানী করা মুসলিম সমাজের চিরাচরিত রীতি। কুরবানী যেহেতু ইবাদাতের অংশ, তাই এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান আহরণ করা এবং সঠিকভাবে কুরবানী করা উচিত। আর সমাজের মানুষকে কুরবানী সম্পর্কে কুরআন-সুন্নাহ-ভিত্তিক সঠিক জ্ঞান দেওয়ার জন্যই আমাদের আজকের আয়োজন। সহজভাবে বোঝার সুবিধার্থে আমরা বিষয়টিকে কয়েকটি অনুচ্ছেদে উপস্থাপন করব, ইনশাআল্লাহ। আর এই অনুচ্ছেদগুলো হলো...

১ম অনুচ্ছেদ: কুরবানী পরিচিতি।
২য় অনুচ্ছেদ: কুরবানীর ইতিহাস।
৩য় অনুচ্ছেদ: কুরবানীর ধারাবাহিকতা।
৪র্থ অনুচ্ছেদ: কুরবানীর গুরুত্ব ও ফজিলত।
৫ম অনুচ্ছেদ: কুরবানীর বিধান (এই অনুচ্ছেদে কুরবানী সংক্রান্ত নানা বিষয়ে ২১টি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে এবং প্রতিটি বিধানের সাথে কুরআন ও সুন্নাহ থেকে যথাযত দলীল উল্লেখ করা হয়েছে। বিষয়গুলোকে স্বচ্ছ রাখার জন্য হাদীছ বর্ণনাকালে প্রতিটি হাদীছের গুণগত মানও উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধানসমূহ হলো...)

বিধান: ১. কুরবানীর সময় হচ্ছে ঈদ আল-আদ্বহা এবং আইয়্যাম তাশরীক্ব।
বিধান: ২. কুরবানীর পশু জবেহ করতে হয় ঈদ সালাতের পর।
বিধান: ৩. নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করবে।
বিধান: ৪. কুরবানীর পশু জবেহকালে অন্যের সাহায্য নেওয়া যাবে।

বিধানঃ ৫. কুরবানীর পশু জবেহের আগে করণীয় দুআ।
বিধানঃ ৬. জবেহকালে বলবে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'।
বিধানঃ ৭. কুরবানীর পশু জবেহের পর করণীয় দুআ।
বিধানঃ ৮. কুরবানীর মাংস নিজে খাবে, অন্যকে খেতে দেবে।
বিধানঃ ৯. কুরবানীর মাংস সংরক্ষণ করা যাবে।
বিধানঃ ১০. কুরবানীর পশু প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে।
বিধানঃ ১১. কুরবানীর জন্য একটি উট বা একটি গরুতে ৭জন পর্যন্ত শরীক হতে পারবে।
বিধানঃ ১২. সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিম-ই কুরবানী করবে (সে পুরুষ হক বা নারী)।
বিধানঃ ১৩. মহিলারাও কুরবানী করবে।
বিধানঃ ১৪. এক পরিবার থেকে একটি কুরবানীই যথেষ্ট।
বিধানঃ ১৫. উত্তম পশু কুরবানী করবে।
বিধানঃ ১৬. ত্রুটিযুক্ত পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।
বিধানঃ ১৭. কুরবানী দিতে সরকার জনতাকে সাহায্য করবে।
বিধানঃ ১৮. উট, গরু, ছাগল এবং মেষ-জাতীয় পশু ছাড়া অন্য পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।
বিধানঃ ১৯. রাসূল সা.-এর নামে কুরবানী।
বিধানঃ ২০. মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী।
বিধানঃ ২১. কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করতে পারবে বা যে-কাউকে দান করতে পারবে।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ রাসূল সা.-এর কুরবানী।

১ম অনুচ্ছেদঃ কুরবানী পরিচিতি

মূল আরবী শব্দ 'কুরব' (قرب) অর্থ নিকট, নৈকট্য। তা থেকে বলা হয় 'ক্বারীব' (قريب) অর্থ নিকটে। আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য বান্দা আল্লাহর নামে যা উৎসর্গ করে তা-ই কুরবানী। আর ঈদুল আদ্বহা উপলক্ষ্যে কুরবানীর উদ্দেশ্যে পশু জবেহ করাকে বলা হয় 'আদ্বাহী' ও 'উদ্বহিয়্যাহ'। তবে আমাদের উপমহাদেশে তা-ই কুরবানী নামে খ্যাত।

২য় অনুচ্ছেদঃ কুরবানী ইতিহাস

মানব-ইতিহাসে প্রথম কুরবানী করেছিলেন আদম আ.-এর দুই ছেলে হাবিল ও কাবিল। তাদের সেই কুরবানীর কথা উল্লেখ করে পবিত্র কুরআনে নাযিল হয়েছে,

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ

আদমের দুই ছেলের (হাবিল ও কাবিলের) কাহিনি লোকদের কাছে বর্ণনা করো। যখন উভয়ে কুরবানী করল। একজনের (হাবিলের) কুরবানী কবুল করা হলো; আর অন্যজনের (কাবিলের) কবুল করা হলো না। (কাবিল এজন্য হাবিলকে দায়ী করল।) সে বলল, আমি তোমাকে মেরে ফেলব। (হাবিল) বলল, (তোমার কুরবানী কবুল হয়নি। এজন্য আমি দায়ী নই। তুমি পাপ ছেড়ে মুত্তাক্বী হয়ে যাও। তবেই তোমার কুরবানী কবুল হবে। কারণ) আল্লাহ কেবল মুত্তাক্বীদের থেকেই (তাদের আ'মাল) কবুল করে থাকেন। (সূরা মা-ইদাহ : ২৭)

জ্ঞাতব্যঃ মুত্তাক্বী শব্দটি এসেছে তাকওয়া থেকে। আর তাকওয়ার মূল শব্দ বিকায়া অর্থ বেঁচে থাকা, বিরত থাকা।

ইসলামী পরিভাষায় কুফর-শিরক ও পাপাচার থেকে বিরত থাকার নাম তাকওয়া। আর যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করে (তথা কুফর-শিরক ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকে) তাকে বলা হয় মুত্তাক্বী।

পর্যালোচনা: আল্লাহর নীতি হলো, তিনি শুধু মুত্তাক্বীদের ইবাদাতই কবুল করেন। আর যাদের তাকওয়া নেই, যারা কুফর-শিরকের মতো মহাপাপের সাথে জড়িয়ে পড়ে, তাদের ইবাদাত কবুল করা হয় না।

কবুলের আলামত: তখনকার সময়ে কুরবানীকৃত বস্তু কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা হতো। কুরবানী কবুল হলে আকাশ থেকে আগুন এসে তা জ্বালিয়ে যেত। এটা ছিল কবুলের আলামত। আর কবুল না হলে এভাবে পড়ে থাকত।

৩য় অনুচ্ছেদ: কুরবানী ধারাবাহিকতা

কুরবানীর এই ধারাবাহিকতা তখন থেকেই মানব-সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে এবং এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ইবরাহীম আ. আল্লাহর আদেশে নিজের ছেলেকে কুরবানী করতে উদ্যত হয়েছিলেন। যে ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ইরশাদ হচ্ছে,

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ؕ قَالَ يٰٓاَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۫ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ 102 فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَ تَلَّهٗ لِلْجَبِيْنِ 103 ۚ وَ نَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰٓاِبْرٰهِيْمُ ۙ 104 قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ 105 اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ 106 وَ فَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ 107 وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ 108

ছেলে যখন বাবার সাথে কাজ করার মতো (বড়) হয়ে গেল, তখন ইবরাহীম বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখেছি, তোমাকে (আল্লাহর নামে) জবাই করছি। (আমি এ স্বপ্ন বাস্তবায়ন কারতে চাই।) ভেবে দেখো, তোমার কি মত? ছেলে (বুঝে ফেলল, বাবা যেহেতু নবী, তাই তার স্বপ্ন অবাস্তব নয়। বরং আল্লাহরই আদেশ। তাই) বলল, বাবা! আপনাকে যা আদেশ করা হয়েছে তা-ই করুন। ইন শা-আল্লাহ, আমাকে ধর্যশীল পাবেন। (বাপ-ছেলে) উভয়ে (আল্লাহর আদেশের কাছে) আত্মসর্পণ করল; পিতা ছেলেকে (জবাই করতে) কাত করে শোয়াল। আমি ডেকে বললাম, ইবরাহীম! তুমি স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেছ। (আর জবাই করতে হবে না। ইবরাহীম তার ছেলেকে ফিরত পেল।) সৎলোকদের বদলা আমি এভাবেই দিয়ে থাকি। নিশ্চয় তা ছিল এক মহাপরীক্ষা। আমি (মানুষের স্থলে পশু জবাই করিয়ে) এ মহান জবাইর ফিদইয়া (পণ) আদায় করেছি এবং (কুরবানী) এ ধারাবাহিকতা পরবর্তীদের মাঝে অব্যাহত রেখেছি।
(সূরা স্বাফফাত : ১০২-১০৮)

জ্ঞাতব্য: ফিদইয়া অর্থ পণ আদায়। কোনো ইবাদাতের বদলে সম্পদ বা পশু কুরবানী করাকে ফিদইয়াহ বলে। যেমন : রোজার ফিদইয়াহ।

পর্যালোচনা: ইবরাহীম আ. এই কুরবানী করেছিলেন যু-ল-হিজ্জাহ মাসের ১০ তারিখে, মক্কার নিকটে মিনা ময়দানে অবস্থিত আক্বাবাহ পাহাড়ের লাগোয়া একটি ছোট্ট পাহাড়ে, যেখানে বর্তমানে ছোট্ট মিনারের মতো একটি চিহ্ন রয়েছে।

৪র্থ অনুচ্ছেদঃ কুরবানী গুরুত্ব ও ফজিলত

ইবরাহীম আ.-এর কুরবানীর ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রাসূল সা. কুরবানী করেছেন এবং রাসূল সা.-এর অনুসরণে আমরাও কুরবানী করি। বর্ণিত হচ্ছে,

عن زيدبن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يارسول الله ماهذه الأضاحي؟ قال : سنةأبيكم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا : فمالنافيها يارسول الله؟ قال : بكل شعرة حسنة، قالوا : فالصوف يارسول الله؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة

যাইদ বিন আরকাম রা. বলেন, রাসূলের সাহাবাগণ একবার জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই 'আদ্বাহী" (কুরবানী) আসলে কী? রাসূল সা. বললেন, তোমাদের পিতা ইবরাহীম আ.-এর সুন্নত। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে আমাদের কী লাভ? রাসূল সা. বললেন, প্রতিটি পশমের বিনিময়ে কল্যাণ (নেকী) রয়েছে। সাহাবাগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আর (মেষের) উল? রাসূল সা. বললেন, প্রতিটি উলের বিনিময়েও কল্যাণ (নেকী) রয়েছে। (আহমাদ, ইবনু মাজাহ)

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أقام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بالمدينةِ عشرَ سنينَ يُضحِّي

আব্দুল্লাহ বিন উ'মর রা. বলেন. রাসূল সা. দশ বছর মদীনায় অবস্থান করেছেন এবং (প্রত্যেক বছরই) কুরবানী করেছেন। (আহমাদ, তিরমিযী। তিরমিযী হাদীছটিকে হাসান বলেছেন)

রাসূল সা.-এর এই সুন্নত অনুসরণে আমরা কুরবানী করে থাকি এবং ঈদ আল-আদ্বহা'র দিনে কুরবানীই আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল। বর্ণিত হচ্ছে,

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل أدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وأن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, কুরবানীর দিন মানুষের যাবতীয় কাজের মাঝে আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করা (মানে পশু জবেহ করা।) কিয়ামতের দিন এই পশু তার শিং, পশম, ক্ষুরসহ হাজির হবে। কুরবানীর রক্ত মাটি স্পর্শ করার আগেই (বান্দার উৎসর্গ) আল্লাহর কাছে পৌঁছে যায়। তাই সন্তুষ্টচিত্তে কুরবানী করো। (তিরমিযী। শাইখ আলবানীর তাহক্বীকেও হাদীছটি সাহীহ)

আসলে কুরবানী খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বরকতময় একটি ইবাদত। কিন্তু কুরবানীর বিধান ও নিয়মনীতি সঠিকভাবে না জানার কারণে আমাদেরকে নানা সমস্যায় পড়তে হয়। তাই আসুন কুরবানীর প্রয়োজনীয় কিছু বিধান ও নিয়মনীতি জেনে নেই।

৫ম অনুচ্ছেদঃ কুরবানী বিধান

বিধানঃ ১

কুরবানীর নির্ধারিত দিন হচ্ছে ঈদ আল-আদ্বহা' এবং আইয়্যাম তাশরিক্ব।

দলীলঃ আল-কুরআনের ইঙ্গিতপূর্ণ আয়াত,

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

(তোমরা হাজ্জের ব্যবস্থা করবে আর) লোকজন তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণে শামীল হবে। আমি তাদের খাদ্য হিসেবে যেসব নিরীহ পশু (উট, গরু, ছাগল, মেষ) দান করেছি, নির্ধারিত দিনগুলোতে (এসব পশু কুরবানী করবে। জবেহকালে) এদের ওপর আল্লাহর নাম নেবে। পরে তা (কুরবানীর মাংস) নিজে খাবে, দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের খেতে দেবে। (সূরা হাজ্জ : ২৮)

পর্যালোচনা: উক্ত আয়াতে নির্ধারিত দিনগুলোতে কুরবানী করতে বলা হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট করে বলা হয়নি এই দিনগুলো কোন কোন দিন। তাই এর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আল-কুরআনের অন্য কোনো আয়াতে এর ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তবে এর ব্যাখ্যায় কিছু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন:

حديث جبير بن مطعم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأيام التشريق كلها ذبح" رواه أحمد وابن حيان قال ابن كثير في تفسيره : (1/242) منقطع فإن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعم وأشار إلى ذلك البيهقي في سننه (9/295) بقوله هذا هو الصحيح وهو مرسل . وقال الحافظ في فتح الباري (8/10) أخرجه أحمد لكن في سنده انقطاع ووصله الدارقطني ورجاله ثقات

জুবাইর বিন মুত্বই'ম রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, আইয়্যাম তাশরিকের সকল দিনেই জবেহ করা যাবে। (আহমদ, ইবনু হি'ব্বান)

হাদীছের মান: হাদীছটি আসলে পরিপূর্ণভাবে সাহীহ নয়। ইবনু কাছীর এবং ইবনু হা'জার আল-আ'সকালানী বলেছেন, এই হাদীছের সনদ ধারাবাহিক নয়। কারণ, সালমান বিন মুসা হাদীছটি বর্ণনা করেছেন জুবাইর বিন মুত্বই'ম রা. থেকে; অথচ জুবাইর রা.-এর সাথে তার সাক্ষাৎই ঘটেনি। ইমাম বাইহাক্বীও এদিকে ইঙ্গিত করেছেন।

তবে ইমাম দার কুত্বনী সনদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন এবং এই সনদের রাওয়ীগণও নির্ভরযোগ্য। এ ব্যাপারে এরচেয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো সাহীহ হাদীছ নেই। তাই বিষয়টি নিয়ে ফাক্বহী ইমাম-গণের মাঝে দুটি মতের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন :

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

অভিমত: ১. ইমাম আবু-হানীফাহ, মালিক ও আহমদ রাহ.-এর মতে ঈদের দিন এবং ঈদের পরে আরও দুদিন (১০, ১১, ১২ যু-ল-হিজ্জাহ) ক্বুরবানী করা যাবে।

অভিমত: ২. ইমাম শাফিয়ী রাহ.-এর মতে ঈদের দিন এবং ঈদের পরে আরও তিন দিন (১০, ১১, ১২, ১৩ যু-ল-হিজ্জাহ) ক্বুরবানী করা যাবে।

আইয়্যাম তাশরিক্ব: আরবী 'ইয়াউম' অর্থ দিন। 'ইয়াউম'-এর বহুবচন 'আইয়্যাম'। সুতরাং 'আইয়্যাম' অর্থ দিনসমূহ বা দিনগুলো।

নামকরণের কারণ: নবী ইবরাহীম আ. হাজ্জের যে প্রচলন করেছিলেন, জনম জনম ধরে আরবের লোকজন তা মেনে এসেছে। সে অনুযায়ী প্রাচীন আরব-সমাজেও হাজ্জের প্রচলন ছিল। হাজ্জের আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে ১০ যু-ল-হিজ্জাহ মিনা ময়দানে পশু ক্বুরবানী করা হতো এবং ১১, ১২, ১৩, যু-ল-হিজ্জাহ মিনাতে অবস্থান করে (অন্যান্য কাজের সাথে) ক্বুরবানীর মাংস কেটে রোদে শুকানো হতো। এ কাজকে বলা হতো 'তাশরিক্ব' তথা মাংস শুকানো। এবং এ দিনগুলোকে বলা হতো 'আইয়্যাম তাশরিক্ব' অর্থ মাংস শুকানোর দিনসমূহ। সেই ধারাবাহিকতায় এ দিনগুলোকে 'আইয়্যাম তাশ-রিক্ব' বলা হয়। আমাদের সমাজে উর্দু-ফার্সি উচ্চারণের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বলা হয় 'আইয়্যামে তাশরিক্ব'। (দেখুন আল-আরাবিয়্যাহ)

التشريق" في اللغة العربية ،تعني تقديد اللحم ،حيث إن اللحم يقطع لأجزاء" صغيرة ، ويوضع في الشمس لتجفيفه ، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد ، وتقديد اللحم عند العرب يعرف بالتشريق ولهذا السبب قد يكون سميت هذه الأيام بالتشريق حيث تشرق لحوم الأضاحي فيها ، فبعض الحجاج يأتون بلحوم الهدي ، ويقطعونها ويقومون بنشر القطع الصغيرة لتجفيفها ، وأخذها معهم عند عودتهم من الحج ، وهناك قول آخر بخصوص سبب التسمية وهو أن الهدي لا يتم نحره حتى تشرق الشمس .

বিধান: ২

কুরবানীর পশু জবেহ করতে হয় ঈদ সালাতের পর।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين

বারা বিন আ'যিব রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের পর জবেহ করল, সে তার নুসুক (কুরবানী) আদায় করল এবং মুসলিমদের রীতিনীতি মেনে চলল। (বুখারী)

كما في صحيح البخاري عن جندب بن سفيان البجلي قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة فقال : من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.

জুনদুব বিন সুফইয়ান আল-বাজালী রা. বলেন, আমরা একবার রাসূল সা.-এর সাথে কুরবানীর পশু জবেহ করছিলাম। কিছু মানুষ সালাতের আগেই জবেহ করে ফেলেছে। রাসূল সা. যখন দেখলেন, তারা সালাতের আগেই জবেহ করেছে তখন বললেন, যে ব্যক্তি সালাতের আগে জবেহ করেছে, সে পুনরায় জবেহ করবে। আর যে ব্যক্তি সালাতের আগে জবেহ করেনি, সে আল্লাহর নামে জবেহ করবে। (বুখারী)

أنس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد - رواه البخاري ومسلم، وغير ذلك من الأحاديث

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি সালাতের আগে জবেহ করেছে, সে যেন আবার (অন্য পশু) জবেহ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

পর্যালোচনা: ঈদ সালাতের আগে পশু জবেহ করলে কুরবানী হয় না। কুরবানীর পশু জবেহ করতে হয় ঈদ সালাতের পর। আর যেসব জায়গায় ঈদ সালাত হয় না (যেমনঃ গ্রাম অঞ্চল বা কুফর শাসিত দেশ) সেখানে ঈদের দিন সকাল থেকেই জবেহ করা যাবে বলে ফাক্বীহগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন..

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

১. হানাফীদের মতে (ইসলামী সরকারের অধীনে থাকা) শহরবাসীর জন্য জবেহের সময় শুরু হবে ইমামের (শহরের কেন্দ্রীয় মসজিদে ইসলামী সরকারের স্থানীয় প্রতিনিধির ঈদ) সালাত সমাপ্ত করার পর। সুতরাং যে বা যারা সালাতের আগে বা সালাত চলমান অবস্থায় জবেহ করবে, তার কুরবানী হবে না।

আর সালাত সমাপ্ত হবার পর খুতবাহর আগে বা খুতবাহ চলমান অবস্থায় জবেহ করে ফেললেও কুরবানী হয়ে যাবে। কারণ, রাসূল সা. পশু জবেহকে সালাতের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, খুতবাহর সাথে নয়।

আর গ্রামে বসবাসকারী মানুষ, যাদের কাছে ইমাম (ইসলামী সরকারের স্থানীয় প্রশাসক) নেই, তাদের কুরবানীর সময় শুরু হবে ঈদের দিন ফজর শুরু হতেই।

২. মালিকীদের মতে সালাত ও খুতবাহ সমাপ্ত করে যখন ইমাম (ইসলামী সরকারের স্থানীয় প্রশাসক) জবেহ করে ফেলবেন অথবা জবেহ করার মতো সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন জনগণ জবেহ করবে। আর যাদের ইমাম (ইসলামী সরকারের স্থানীয় প্রশাসক) নেই অথবা যারা গ্রামে বসবাস করেন, তারা নিকটতম ইমামের সালাত, খুতবাহ ও জবেহের সময় বিবেচনা করে (এই সময় অতিবাহিত হবার পর) জবেহ করবেন। তবে এই বিবেচনায় ভুল হলে অপরাধ হবে না বা কোনো কিছু দিতে হবে না।

৩. শাফিয়ী'দের মতে সালাত শুরু করার পর দুই রাকায়া'ত সালাত এবং দুটি খুতবাহর মতো সময় অতিবাহিত হলেই জবেহের সময় হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে যাদের কাছে ইমাম (ইসলামী সরকারের স্থানীয় প্রশাসক) আছেন আর যাদের ইমাম নেই এবং যারা শহরে থাকেন আর যারা গ্রামে থাকেন, সবাই বরাবর।

৪. হাম্বালীদের মতে ইমামের (ইসলামী সরকারের স্থানীয় প্রসাশকের) সালাত ও খুতবাহ সমাপ্ত হবার পরপরই শহরবাসীর জবেহের সময় শুরু হয়ে যাবে। আর গ্রামবাসীরা এতটুকু সময় পরিমাপ করে নেবে।

কুরবানীর ফিক্বহী বিধান: ঈমাম আবু হানীফাহ রাহ.-এর মতে কুরবানী ওয়াজিব। আর জামহুর তথা প্রায় অন্য সকলের মতে কুরবানী করা সুন্নত। (সূত্র : ইসলাম ওয়েব)

নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করবে।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

ما أخرجه البخاري ومسلم عن أنس قال : ضحى النبي بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما.

আনাস রা. বলেন. রাসূল সা. (কুরবানীর ঈদে) শিংওয়ালা দুটি মিশ্র রঙের ভেড়া জবেহ করলেন। উভয়টিকে তিনি নিজ হাতে জবেহ করেছেন, (জবেহকালে) **বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার** বলেছেন এবং এক পা দিয়ে পশুর একাংশ চেপে ধরেছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

নিজের কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করা উত্তম। তবে অন্য কাউকে দিয়ে জবেহ করালেও কুরবানী হয়ে যাবে।

বি. দ্র. নিজের কুরবানী অন্যকে দিয়ে জবেহ করালে জবেহের পর কুরবানী দাতা নিজে দু'আ করবেন, অথবা যে দু'আ পড়া হবে তার শব্দ পরিবর্তন করে কুরবানী দাতার পক্ষ থেকে কবুলের আবেদন করতে হবে। যে কথা বিধান : ৭-এর পর বিস্তারিত বলা হয়েছে। দয়া করে দেখে নিন।

বিধান: ৪

কুরবানীর পশু জবেহকালে অন্যের সাহায্য নেওয়া যাবে।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

عن أبي الخير أن رجلا من الأنصار حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل : أعني على ضحيتي فأعانه. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

আবুল খাইর বলেন, একজন আনসারী সাহাবী তাঁকে বলেছেন, রাসূল সা. জবেহ করার জন্য তাঁর কুরবানীর পশুকে শোয়ালেন এবং একব্যক্তিকে বললেন, পশুটি জবেহ করতে আমাকে সাহায্য করো। তখন লোকটি তাকে সাহায্য করেছে। (আহমদ। হাদীছটি সাহীহ)

পর্যালোচনা: অন্যের সাহায্য নেওয়া মানুষের ঐচ্ছিক ব্যাপার। কেউ চাইলে অন্যের সাহায্য নিতে পারবে আর প্রয়োজন না হলে নেবে না। কারও সাহায্য নেওয়া বৈধ আছে, তবে সুন্নত বা মুস্তাহাব কিছুই নয়।

জবেহের পদ্ধতি: পশু বা পাখি জবেহ করতে হয় অতি ধারালো বস্তু দিয়ে, যাতে পশু বা পাখির মৃত্যু যথাসম্ভব সহজ হয়। বর্ণিত হচ্ছে,

أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

মুসলিমের এক বর্ণনায় রাসূল সা. বলেছেন, (যুদ্ধক্ষেত্রে বা বিচারিক সাজা হিসেবে) তোমরা মারতে হলে সহজভাবে মারবে এবং (পশু বা পাখি)

জবেহকালে সহজভাবে জবেহ করবে। তোমরা নিজের ব্লেডকে (ছুরি) ভালোভাবে ধার করে নেবে এবং স্বচ্ছভাবে জবেহ করবে।

জবেহকালে নাম নেওয়া: জবেহকালে কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কুরবানীর পশু ঠিক করা থাকলে নিয়তই যথেষ্ট।

قال في حاشية الروض: ولا تعتبر النية إن كانت الأضحية معينة ، ولا تسمية المضحى عنه، ولا المهدي عنه،اكتفاء بالنية

হাশিয়াতুর রাউদ নামক কিতাবে বলা হয়েছে, কুরবানীর পশু নির্ধারণ করা থাকলে (জবেহকালে আর নিয়ত করতে হবে না।) এবং যার পক্ষ থেকে কুরবানী অথবা হাদি হিসেবে জবেহ করা হচ্ছে, তার নামও উল্লেখ করতে হবে না; বরং প্রথম নিয়তই যথেষ্ট হবে।

বিধান: ৫

কুরবানীর পশু জবেহ করার আগে করণীয় দুআ।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

عن جابر قال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم عيد ، فقال حين وجههما : **وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت و أنا أول المسلمين . اللهم منك ولك ،** وعن محمد وأمته . ثم سمى الله وكبر وذبح. رواه أبو داود برقم (2795) وصححه الألباني انظر: صحيح أبي داود).

জাবির রা. বলেন. ঈদের দিন রাসূল সা. দুটি ভেড়া জবেহ করেছেন। ভেড়াগুলো শোয়ানোর পর বলেছেন, ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া... (বোল্ড কৃত)। মুহাম্মাদ ও তার উম্মতের পক্ষ থেকে (এই কুরবানী দেওয়া হচ্ছে)। তারপর 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবেহ করেছেন। (আবু দাউদ, ইবনু মাজা। হাদীছটি সাহীহ)

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

এই দু'আ পড়া মুস্তাহাব, মানুষের ঐচ্ছিক আমল। করলে ভালো, না করলে কুরবানীর কোনো ক্ষতি হবে না।

বিধান: ৬

কুরবানীর পশু জবেহকালে বলবে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'।

জবেহের দু'আ: আমাদের সমাজে অনেকেই নিজের পশু নিজে জবেহ করেন না। কারণ হিসেবে বলেন, জবেহের দু'আ জানেন না। আসলে জবেহের দু'আ সকলেরই জানা। পশু জবেহকালে শুধু বলতে হয়, **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'**।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال : ويقول : باسم الله والله أكبر. رواه مسلم

উপরে বর্ণিত আনাস রা.-এর হাদীছসহ আরও অনেক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, (জবেহকালে) রাসূল সা. বলেছেন, **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'**। (মুসলিম)

আইন ও বিধান: কুরবানীর সময়ে এবং অন্য সময়ে পশু বা পাখি জবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া ফরজ। ইরশাদ হচ্ছে,

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِين

তোমরা মুঅমিন হয়ে থাকলে শুধু তা-ই (ওই পশু-পাখিই) খাবে, (জবেহকালে) যার ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়। (সূরা আনয়া'ম : ১১৮)

আর যে পশু বা পাখি জবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তা খাওয়া বৈধ থাকে না; বরং এই পশু বা পাখির মাংস খাওয়া হারাম হয়ে যায়। ইরশাদ হচ্ছে,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

(জবেহকালে) যার (যে পশু বা পাখির) ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি, তোমরা তা খেয়ো না। কারণ তা পাপ। তোমাদের সাথে ঝগড়া বাধাতে শয়তান তার মিত্রদের কাছে সংবাদ পাঠায়। তাদের আনুগত্য করলে তোমরা মুশরিক হয়ে যাবে। (সূরা আনয়া'ম : ১২১)

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

বিসমিল্লাহ বা **আল্লাহু আকবার** অথবা অন্য কোনো শব্দ দিয়ে আল্লাহর নাম নিলে এ ফরজ আদায় হয়ে যায় এবং এ পশু-পাখির মাংস খাওয়া হালাল হয়ে যায়। তবে পশু বা পাখি জবেহকালে **'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার'** বলা মুস্তাহাব।

পর্যালোচনা: আশা করি আজ এই প্রতিবেদন পড়ার পর থেকে মনে আর কোনো সংশয় থাকবে না। এবং সবাই নিজের কুরবানী নিজে জবেহ করে রাসূল সা.-এর সুন্নতের হুবহু অনুকরণ করবেন, ইন শা-আল্লাহ।

বিধান: ৭

কুরবানীর পশু জবেহ করার পর তা কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা উচিত।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

حديث عائشة رضي الله عنها وفيه : اللَّهمَّ تَقَبَّلْ مِن محمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ ومِن أُمَّةِ مُحمَّدٍ . رواه مسلم.

আ'ইশাহ রা. থেকে বর্ণিত, (কুরবানীর পশু জবেহ করার পর রাসূল সা. বলতেন) হে আল্লাহ্, মুহাম্মাদ, মুহাম্মাদের পরিবার এবং মুহাম্মাদের উম্মতের পক্ষ থেকে (এই কুরবানী) কবুল করুন। (মুসলিম)

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

কুরবানীর পশু জবেহ করার পর তা কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করা সুন্নত। এই দুআ আরবী, উর্দু, বাংলা, ইংলিশ যেকোনো ভাষায় করা যায়। এই দু'আ ঐচ্ছিক। করলে ভালো, না করলে কুরবানীর কোনো ক্ষতি হয় না। আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী করে থাকলে মুখ দিয়ে না বললেও আল্লাহ তা কবুল করে নেবেন।

পর্যালোচনা: সুতরাং আর কোনো সংশয় নয়, রাসূল সা.-এর সুন্নতের হুবহু অনুকরণ করুন এবং এখন থেকে আপনার কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করুন। জবেহের পর তা কবুল করার জন্য মন খুলে আল্লাহর কাছে আকুতি করুন।

একটি ভুলের অবসান: আমাদের সমাজে প্রচলিত নিয়ম হলো, কুরবানীর পশু ইমাম সাহেব বা হুজুর সাহেব দিয়ে জবেহ করানো হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, 'আমরা দুআ জানি না'।

দু'আ: পশু জবেহের পর ইমাম সাহেব বা হুজুর সাহেব আরবিতে দু'আ করে বলেন, **'আল্লাহুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নি কামা তাক্বাব্বালতা মিন হাবীবিকা মুহাম্মাদ ওয়া খালীলিকা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।'** অর্থাৎ হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে এই কুরবানী কবুল করো, যেমন কবুল করেছো তোমার হাবীব মুহাম্মাদ এবং তোমার খালীল ইবরাহীম আ. থেকে।

লক্ষ করুন: উপরে উল্লিখিত দু'আটির প্রতি ভালোভাবে লক্ষ করুন, কুরবানী আপনার, আপনি নিজের টাকায় পশু কিনেছেন আপনার পক্ষ থেকে কুরবানী করার জন্য। আর ইমাম সাহেব বা হুজুর সাহেব তাঁর নিজের পক্ষ থেকে কবুল করার দু'আ করছেন, আপনার পক্ষ থেকে নয়। তাঁরা বলছেন, হে আল্লহ, আমার পক্ষ থেকে এই কুরবানী কবুল করো...।

ভেবে দেখুন: দুআ জানেন না বলে আপনি হুজুরকে দিয়ে আপনার পশু জবেহ করিয়েছেন। আর হুজুর সাহেব আপনার কুরবানীকে তাঁর বানিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে কবুল করার জন্য আল্লাহর কাছে আকুতি করছেন।

পর্যালোচনা: এখন যদি হুজুরের দু'আ কবুল হয়, তবে আপনি খালি হাত; আপনার কিছুই নেই। কারণ, হুজুর সাহেব আপনার কুরবানীকে তাঁর বানিয়ে তাঁর পক্ষ থেকে কবুল করার জন্য দু'আ করেছেন। সুতরাং আপনি কিছুতেই চাইবেন না, হুজুরের এই দুআ কবুল হোক। আর যদি কবুলই না হয়, তবে এই দুআ আপনার কী প্রয়োজন?

কী লাভ: জি ভাই, আপনাকেই বলছি। উপরে উল্লিখিত ঘটনা তথা হুজুরকে দিয়ে পশু জবেহ এবং হুজুরের দু'আ নিয়ে চিন্তা করলে হয়তো ভাববেন, হুজুর সাহেব আপনার সাথে প্রতারণা করেছেন। হয়তো এজন্য ইমাম সাহেব বা হুজুর সাহেবকে দোষারোপ করবেন। তাই বলছি, তাঁদের দোষারোপ করে কী লাভ? হুজুর সাহেব এই দু'আ শিখেছেন; কিন্তু হয়তো এর অর্থ জানেন না। কারণ, আমাদের সমাজের অনেক হুজুরই আরবী বোঝেন না, তাই দু'আর অর্থও বোঝেন না। সুতরাং অন্যকে দোষারোপ না করে নিজেকে শোধরে নেওয়াই ভালো। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

আবেদন: আশা করি আপনারা বিষয়টি নিয়ে ভাববেন, বুঝবেন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

বিধান: ৮

কুরবানীর মাংস নিজে খাবেন, অন্যকে খেতে দেবেন।

দলীল: আল-কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াত।

لِّيَشْهَدُوْا مَنَافِعَ لَهُمْ وَ يَذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ فِيْٓ اَيَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰى مَا رَزَقَهُمْ مِّنْۢ بَهِيْمَةِ الْاَنْعَامِ ۚ فَكُلُوْا مِنْهَا وَ اَطْعِمُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيْرَ

(তোমরা হাজ্জের ব্যবস্থা করবে আর) লোকজন তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণে শামিল হবে। আমি তাদের খাদ্য হিসেবে যেসব নিরীহ পশু (উট, গরু, ছাগল, মেষ) দান করেছি, নির্ধারিত দিনগুলোতে (এসব পশু কুরবানী করবে। জবেহকালে) এদের ওপর আল্লাহর নাম নেবে। পরে তা (কুরবানীর মাংস) নিজে খাবে, দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের খেতে দেবে। (সূরা হাজ্জ : ২৮)

আইন ও বিধান: এই আয়াতে পাঁচটি বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। যথা :
১. হাজ্জ দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য কল্যাণকর। সূরাহ বাক্বারার ১৯৮ তম আয়াতে বলা হয়েছে, হাজ্জের সফরে ব্যবসা বা অন্যভাবে হালাল রুজি অন্বেষণ করা দোষের নয়। অর্থাৎ হাজ্জ হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য, যা আখেরাতের জন্য কল্যাণকর। আর হাজ্জের সফরে রুজি-রোজগার করা দুনিয়ার জন্য কল্যাণকর।

২. কুরবানী করতে হবে নিরীহ পশু। সুরাহ আনয়া'মের ১৪৩ ও ১৪৪ তম আয়াতে বলা হয়েছে, উট, গরু, ছাগল ও মেষ। মানে এই চারটি পশুর যেকোনো একটি অথবা এজাতীয় পশু কুরবানী করা যাবে। (এই চারটি পশু ছাড়া অন্য পশু দিয়ে কুরবানী হবে না)

৩. কুরবানী করতে হবে নির্ধারিত দিনে। অর্থাৎ 'ঈদের দিন এবং আইয়্যাম তাশরিক্ব'-এর দিনসমূহ। ইমাম আবু হানীফাহ, মালিক ও আহমদ রাহ.-এর মতে ১০, ১১, ১২ যু-ল-হিজ্জাহ (মোট ৩ দিন) আর শাফিয়ী' রাহ.-এর মতে ১০, ১১, ১২, ১৩ যু-ল-হিজ্জাহ (মোট ৪ দিন) কুরবানী করা যাবে।

৪. পশু জবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া আবশ্যক এবং বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার বলা উত্তম।

৫. কুরবানীর মাংস নিজেও খাবে এবং অন্যদেরও খেতে দেবে।

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح

আবু-হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরবানী করল, সে যেন নিজের কুরবানী থেকে কিছু খায়। (আহমাদ। সনদ সাহীহ)

বিধান: ৯

কুরবানীর মাংস সংরক্ষণ করা যাবে এবং পরে খাওয়া যাবে।

প্রারম্ভিক কথা: কিছু মানুষ মনে করেন কুরবানীর মাংস সংরক্ষণ করা যাবে না অথবা তিন দিনের পর খাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কিছু হাদীছও বিদ্যমান আছে। এসব হাদীছ দিয়ে মাঝে মাঝে ওয়াজ নসিহতও করা হয়। আর এসব কারণে তাদের মনে এমন ধারণা তৈরি হয়েছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, কুরবানীর মাংস সংরক্ষণ করা যায় এবং যখন খুশি খাওয়া যায়। এটা অন্যায় বা অবৈধ নয়।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالك ، عَنْ أَبِي الزبير المكي ، عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوْا وتَصَدَّقُوا ، وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا

জাবির বিন আব্দুল্লাহ রা. বলেন, তিন দিন পর কুরবানীর মাংস খেতে রাসূল সা. নিষেধ করেছিলেন। পরে তিনি বলেছেন, খাও, দান করো, (শুকিয়ে) সরবরাহ করো, সংরক্ষণ করো। (মুয়াত্তা মালিক : ১০৪৩)

وفي الحديث الصحيح : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس " : إني كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ، فكلوا وادخروا ما بدا لكم " وفي رواية " : فكلوا وادخروا وتصدقوا . وفي رواية : فكلوا وأطعموا وتصدقوا.

অন্য একটি সাহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. জনসাধারণের মাঝে ঘোষণা করেছেন, 'আমি তিন দিনের বেশি কুরবানীর মাংস সংরক্ষণ করতে নিষেধ করেছিলাম। (এখন থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয়েছে। তাই) খাও, সংরক্ষণ করো, যত (দিন) পারো।' অন্য রিওয়ায়াতে এসেছে, খাও, সংরক্ষণ করো, দান করো। অন্য বর্ণনায় এসেছে, খাও, খেতে দাও, দান করো।

فكلوا وادخروا وتصدقوا .متفق عليه.

বুখারী ও মুসলিমের এক বর্ণনায় এসেছে, খাও, সংরক্ষণ করো, দান করো।

পর্যালোচনা: কুরবানী আল্লাহর নামে করা হয়। আল্লাহর নামে পশু জবেহ করাই কুরবানীর মূল কথা। জবেহের পর আপনার কুরবানী হয়ে গেছে। তাই এই মাংস কে খেলো আর কে খেলো না; তা কোনো বিষয় নয়। বরং কেউ না খেলেও কুরবানী হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে নিজে খাওয়ার জন্য বা অন্যদের খাওয়ানোর জন্য কুরবানী করা হলে তা মূলত কুরবানীই হবে না। তা হবে মাংস খাওয়ার জন্য পশু জবাই।

আসল ব্যাপার হলো, আপনি কুরবানীর পশু জবেহ করার পর এই মাংসের মালিকানা আল্লাহর। এখন আপনার দায়িত্ব আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আল্লাহর বান্দাদের মাঝে উৎসবের আনন্দ বিলিয়ে দেওয়া। তাই নিজে খাবেন, অন্যদের খেতে দেবেন, বিলিয়ে দেবেন, এমনকি সংরক্ষণও করতে পারবেন।

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

কুরবানীর সমস্ত মাংস নিজের জন্য রেখে দিলে তা বৈধ হবে, নাকি সামান্য হলেও অন্যকে দিতে হবে? এই প্রশ্নের জবাবে ইমাম নববী দুইটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন :

وقال النووي أيضا في كتابه "المجموع شرح المهذب" وهل يشترط التصدق منها بشيء أم يجوز أكلها جميعا ، فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أحدهما يجوز أكل الجميع قاله ابن سريج وابن القاص والإصطخري وابن الوكيل وحكاه ابن القاص عن نص الشافعي قالوا وإذا أكل الجميع لفائدة الأضحية حصول الثواب بإراقة الدم بنية القربة.

والقول الثاني وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وهو الأصح عند جماهير المصنفين ومنهم المصنف في التنبيه يجب التصدق بشيء يطلق عليه الاسم لأن المقصود إرفاق المساكين فعلى هذا إن أكل الجميع لزمه الضمان وفي الضمان خلاف المذهب منه أن يضمن ما ينطلق عليه الاسم.

প্রথম মত হলো: সমস্ত মাংস নিজে খেলেও কুরবানীর ক্ষতি হবে না। কারণ, কুরবানীর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য রক্ত প্রবাহিত করা তথা পশু জবেহ করা। আর জবেহের মাধ্যমে তা সম্পন্ন হয়ে গেছে। কুরবানীর আসল সম্পর্ক মাংসের সাথে নয়, নিয়তের সাথে। ইরশাদ হচ্ছে,

لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ.

কুরবানীর রক্ত বা মাংস কিছুই আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না। আল্লাহর কাছে পৌঁছায় শুধু তোমাদের তাকওয়া। (সূরা হাজ্জ : ৩৭)

দ্বিতীয় মতটি হলো: সামান্য কিছু হলেও অন্যকে দিতে হবে বা খাওয়াতে হবে। কারণ, সূরাহ হাজ্জের ২৮ তম আয়াতে মহান আল্লাহ অন্যকে খাওয়াতে বলেছেন, রাসূল সা.-ও খাওয়াতে বলেছেন, দান করতে বলেছেন। তাই সামান্য হলেও অন্যকে দিতে হবে বা খাওয়াতে হবে।

কাকে দেবেন : কুরবানী করা হয় আল্লাহর নামে। তাই এই মাংস সবার জন্য উন্মুক্ত। ধনী-গরিব, ভালো-মন্দ, মুসলিম-অমুসলিম সবাই এই মাংস খেতে পারবে। তাই আপনার কুরবানীর মাংস :

» আত্মীয়স্বজনকে দিতে পারবেন।
» প্রতিবেশীকে দিতে পারবেন।
» বন্ধু-বান্ধবকে দিতে পারবেন।
» গরিব-দুঃখীকে দিতে পারবেন।
» ধনীকে দিতে পারবেন।
» যে ব্যক্তি কুরবানী করেনি, তাকে দিতে পারবেন।
» যে বা যারা কুরবানী করেছে, তাদের দিতে পারবেন।
» আপনি যাকে খুশি, তাকেই দিতে পারবেন।
» যতটুকু খুশি, ততটুকু দিতে পারবেন বা রান্না করে খাওয়াতে পারবেন।

বিধান: ১০

কুরবানীর পশু প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে, বাচ্চা পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।

দলীল : সাহীহ হাদীছ।

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعسُرَ عليكم ، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن (أخرجه مسلم.
والمُسِنَّة هي الكبيرة بالسن ، فمن الإبل ما تم له خمس سنين ، ومن البقر ما تم له سنتان، ومن الغنم ما تم له سنة

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, (কুরবানীর জন্য) তোমরা শুধু 'মুসিন্নাহ' (প্রাপ্ত বয়স্ক পশু) জবেহ করবে। তবে (মুসিন্নাহ পাওয়া) জটিল হলে 'জাযয়া'হ' (৬ থেকে ১২ মাস বয়সি) মেষ (কুরবানী করতে পারবে। (মুসলিম)

উল্লেখ্য, 'মুসিন্নাহ' অর্থ বয়স্ক বা প্রাপ্তবয়স্ক। একেক পশু একেক বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হয়। যেমন : উট ৫ বছর পূর্ণ হবার পর, গরু ২ বছর পূর্ণ হবার পর আর ছাগল বা মেষ ১ বছর পূর্ণ হবার পর 'মুসিন্নাহ' হিসেবে গণ্য হয়। আর ৬ মাসের পর থেকে ১ বছর পূর্ণ হবার আগ পযন্ত ছাগলের বা মেষের বাচ্চাকে বলা হয় 'জাযয়া'হ'।

আইন ও বিধান :

» যে উটের বয়স ৫ বছর পূর্ণ হয়নি, তা দিয়ে কুরবানী হবে না।
» যে গরুর বয়স ২ বছর পূর্ণ হয়নি, তা দিয়ে কুরবানী হবে না।
» যে ছাগলের বা মেষের বয়স ১ বছর পূর্ণ হয়নি, তা দিয়ে কুরবানী হবে না।
» তবে প্রয়োজনে 'জাযয়া'হ' দিয়েও কুরবানী হয়ে যাবে। যেমন :

رواه البخاري (5556) ومسلم (1961) عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ضحَّى خالٌ لي يقالُ لَه أبو بردةَ قبلَ الصَّلاةِ فقالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ شاتُك شاةُ لحمٍ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ عندي داجنًا جذعةً منَ المعزِ . وفي رواية : عناقاً جذعة، وفي رواية للبخاري) (5563) فإن عندي جذعة هي خَيْرٌ مِن مُسنتين أذبحها ؟ قال : اذبحها ، ولن تصلح لغيرك وفي رواية : لا تُجْزَى عَنْ أحد بعدك . ثم قال : من ذبح قبل الصلاة فإنَّما يَذْبَح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد ثم نسكه ، وَأَصَابَ سُنَّة الْمُسْلِمِينَ

বারা বিন আ'যিব রা. বলেন. আমার মামা আবু বুরদাহ একবার (ঈদ) সালাতের আগেই (কুরবানী) জবেহ করে ফেললেন। (তা শুনে) রাসূল সা. বললেন, এটা তোমার খাওয়ার জন্য হয়েছে (কুরবানী হয়নি)।

মামা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার কাছে ছাগলের একটি 'জাযয়া'হ' আছে, যা দুইটি মুসিন্নাহর চেয়েও উত্তম। আমি কি তা জবেহ করতে পারব? রাসূল সা. বললেন, এটিই জবেহ করে ফেলো। তবে তোমার পর অন্য কারও জন্য তা বৈধ হবে না। (বুখারী : ৫৫৫৬, ৫৫৬৩, মুসলিম : ১৯৬১)

رواه مسلم (1963) عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم لا تذبحوا إلا مُسِنَّةً إلا أن يَعسُرَ عليكم ، فتذبحوا جَذَعَةً من الضأن

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, তোমরা শুধু 'মুসিন্নাহ' (প্রাপ্তবয়স্ক পশু) জবেহ করবে। তবে (মুসিন্নাহ পাওয়া) জটিল হলে 'জাযয়া'হ' মেষ (কুরবানী করতে পারবে। (মুসলিম : ১৯৬৩)

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : ضَحَيْنَا مَعَ رَسُول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم بجذع من الضأن أخرجه النَّسائي . (4382) قال الحافظ سنده قوي وصححه الألباني في صحيح النسائي

উক্ববাহ বিন আ'মির রা. বলেন. আমরা রাসূল সা.-এর সঙ্গে 'জাযয়া'হ' মেষ কুরবানী করেছি। (নাসায়ী। হাদীছটি সাহীহ)

عن أم بلال أن رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم قال: "ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز". رواه أحمد الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

উম্মু বিলাল রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'জাযয়া'হ' মেষ কুরবানী করো। কারণ, তা বৈধ। (আহমাদ। হাদীছটির সনদ নির্ভরযোগ্য)

عَن عُقْبَةَ بنِ عَامِرِ الجُهَنِي قَال قَسَّمَ النَّبِيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم بَينَ أصْحَابِهِ ضَحَايَا فَصَارَت لعُقبَةَ جَذَعَةً فقُلْتُ يَا رَسُولَ الله صَارَت لِي جذعة قال ضَحِّ بِها

উক্ববাহ বিন আ'মির আল-জুহানী রা. বলেন. একদা রাসূল সা. সাহাবাদের মাঝে কুরবানীর পশু বিতরণ করলেন। আমার ভাগে পড়ল 'জাযয়া'হ'। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমার ভাগে জাযয়া'হ পড়েছে। রাসূল সা. বললেন, তা-ই কুরবানী করে ফেলো। (বুখারী : ৫২২৭। নেতার কুরবানীর পশু বিতরণ অধ্যায়)

পর্যালোচনা: উল্লিখিত হাদীছসমূহের প্রতি লক্ষ করলে বোঝা যায়, রাসূল সা. প্রথমে সীমিত পরিসরে জাযয়া'হ কুরবানীর অনুমতি দিয়েছিলেন। পরে ব্যাপকভাবে অনুমতি দিয়েছেন। আসল ব্যাপার আল্লাহই ভালো জানেন।

বিধান: ১১

একটি উট অথবা একটি গরু সাত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়।

দলীল: সাহিহ হাদীছ,

عن جابر قال نحرنا مع رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة {أخرجه الجماعة إلا البخاري عن مالك بن أنس عن أبي الزبير عن جابر

জাবির রা. বলেন, রাসূল সা.-এর সঙ্গে থেকে আমরা একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি। (মুসলিম : ১৩১৮। এছাড়াও অনেক কিতাবেই হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে)

وروى أبو داود (2808) عن جابر بن عبد الله أن النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم قال : البقرة عن سبعة ، والجزور - أي : البعير - عن سبعة . (صححه الألباني في صحيح أبي داود.

জাবির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে (কুরবানী করা যায়) (আবু দাউদ। হাদীছটি সাহীহ)

عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى .رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن

ইবন আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. কুরবানীতে আপন স্ত্রীদেরকে এক গরুতে শরীক করেছেন। (ত্বাবারানী। এই হাদীছের একজন রাওয়ী ইবনু লাহীয়া'হ, যার গ্রহণ যোগ্যতা নিয়ে অনেক কথা আছে। তবে তার এই হাদীছটি হাসান)

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم الجزور في الأضحى عن عشرة. رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط

আব্দুল্লাহ বিন মাসউ'দ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, একটি উট ১০ জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়।

সূত্র: *ত্বাবারানী। এই হাদীছের একজন রাওয়ী আ'তা বিন সাইব। যিনি (হাদীছকে) তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন।*

আইন ও বিধান: একটি গরু অথবা একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করা যায়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

একটি গরু বা একটি উটে সর্বোচ্চ সাত জন পযন্ত শরীক হওয়া যায়। তবে সাত জন আবশ্যক নয়। একটি গরু বা উট এক জনের পক্ষ থেকেও ক্বুরবানী করা যাবে। এভাবে ২,৩,৪,৫ অথবা ৬ জনের পক্ষ থেকেও ক্বুরবানী করা যাবে।

ভুল সংশোধনঃ উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি, একটি গরু বা একটি উটে সাত জন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়। এই বিধানটি সঠিক। তবে এর আনুষাঙ্গিক বিষয় নিয়ে আমাদের সমাজে দুটি ভুল প্রচলিত আছে। আসুন এই ভুলগুলো শুধরে নিই।

১. আমাদের সমাজে প্রচলিত একটি পরিভাষা হচ্ছে, ৭ নামে ক্বুরবানী করা। আমরা সাধারণত বলে থাকি, আমি নিজের নামে, বাবার নামে, মায়ের নামে, দাদার নামে, ছেলের নামে, মেয়ের নামে, স্ত্রীর নামে, ক্বুরবানী করেছি।

আসলে আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে ক্বুরবানী করা শিরক। হয়তো বলবেন, আমরা আল্লাহর নামেই ক্বুরবানী করি। শুধু বলার সময়ে সমাজের প্রথা অনুযায়ী এভাবে বলে ফেলি। কাজেই যেহেতু কথাটির মাঝে শিরক রয়েছে, তাই এমন পরিভাষা এবং এমন প্রথা পরিত্যাগ করা নিতান্তই প্রয়োজন।

আসলে বলতে হবে, আমি আমার বা অমুকের পক্ষ থেকে ক্বুরবানী করেছি বা করছি। তাই আসুন সবাই নিজেকে শুধরে ফেলি। আমাদের পরিভাষাগুলো সংশোধন করে নিই।

২. আমাদের সমাজের আরও একটি রেওয়াজ হলো, কুরবানীর পশু জবেহ করার সময় সাত জনের নাম পাঠ করা। এই প্রথাটিও সঠিক নয়। বরং পশু জবেহকালে শুধু আল্লাহর নাম নিতে হবে এবং জবেহের পর বলতে হবে, 'হে আল্লাহ, আমার পক্ষ থেকে/অমুকের পক্ষ থেকে/আমাদের পক্ষ থেকে/তাদের পক্ষ থেকে/অমুক অমুকের পক্ষ থেকে এই কুরবানী কবুল করে নাও।

বিধানঃ ১২

সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমই (সে নারী হোক বা পুরুষ) কুরবানী করবে।

দলীলঃ সাহীহ হাদীছ।

حديث أبي هريرة رفعه: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. أخرجه ابن ماجه واحمد ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعه ووقفه و الموقوف أشبه بالصواب

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত, যার সামর্থ্য আছে অথচ কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।

সূত্রঃ *আহমাদ, ইবনু মাজাহসহ বেশ কয়েকটি কিতাবে হাদীছটি অনেক সনদে বর্ণিত হয়েছে। এসব থেকে ১/২টি সনদ সাহীহ আর বাকিগুলো দ্বাইফ। এই হাদীছটি মারফু হিসেবে রাসূল সা. থেকেও বর্ণিত আছে, আবার মাওকুফ হিসেবে আবু হুরাইরাহ থেকেও বর্ণিত আছে। আবু হুরাইরাহ রা.-এর কথা হিসেবে বর্ণিত হাদীছের সনদটি অধিক গ্রহণযোগ্য।*

فالأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور في حق كل قادر، فقد حض عليها النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم في قوله من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا . رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

সামর্থ্যবান প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কুরবানী করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে রাসূল সা. বলেছেন, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করল না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটেও না আসে।

সূত্র: *হাকীম হাদীছটি বর্ণনা করে একে সাহীহ বলেছেন। (হাকীমের শিষ্য)* ইমাম *যাহাবী (যিনি হাকীমের হাদীছগুলোকে পুনঃবিচার করেছেন, তিনি হাকীমের এই) সিদ্ধান্তকে বহাল রেখেছেন।*

আইন ও বিধান: যে মুসলিম ব্যক্তির সামর্থ্য আছে সে কুরবানী করবে; আর যার সামর্থ্য নেই সে করবে না।

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

এখানে সামর্থ্য বলতে কী বোঝানো হয়েছে, এ বিষয়ে ফিক্বহী ইমামগণ দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

১. সামর্থ্য বলতে বোঝানো হয়েছে সঞ্চিত সম্পদ। অর্থাৎ যার কাছে ঈদের দিনে প্রয়োজনীয় খরচ বাদে ২০০ দিরহাম (৬১২.৩৬ গ্রাম রুপা) বা সমপরিমাণ সম্পদ (অলংকারাদি ও ব্যবহারিক জিনিসপত্র বাদে) জমা থাকবে, তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব। এই ব্যাখ্যাটি ইমাম আবু হানীফাহ, ইবনু তাইমিয়্যাহসহ কয়েকজন ইমামের।

২. ঈদের দিনে নিজের ও নিজের পরিবারের খরচ বাদে যে ব্যক্তির কুরবানী দেওয়ার মতো সামর্থ্য আছে, সে কুরবানী দেবে। এটি সুন্নত। তা হচ্ছে অন্য ইমামগণের বিশ্লেষণ।

৩. সামর্থ্যবান প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তিই কুরবানী করবে।

বিধান: ১৩

মহিলারাও কুরবানী করবে।

দলীল: কুরবানী একটি ইবাদত। আর প্রায় সকল ইবাদাতই পুরুষরাও করে, মহিলারাও করে। তাছাড়া আল-কুরআনের যত আয়াতে কুরবানীর কথা বলা হয়েছে, সেগুলো থেকে মহিলাদের বাদ দেওয়া হয়নি। যেসব হাদীছে কুরবানীর কথা বলা হয়েছে, সেসব থেকেও মহিলাদের বাদ দেওয়া হয়নি। তাই সাধারণ নিয়মমতো মহিলারা কুরবানী করবে, যদি তাদের সামর্থ্য থাকে। তাছাড়া রাসূল সা.-এর সময়ে মহিলারা কুরবানী করেছেন বলেও একাধিক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

ما أخرجه الحاكم أن النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم قال لفاطمة : قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه

(মুসতাদরাক) হাকীমে বর্ণিত এক হাদীছে বলা হয়েছে, রাসূল সা. ফাতিমাহ রা.-কে বলেছেন, যাও! তোমার কুরবানীর পশুর পাশে গিয়ে জবেহ দেখো। কারণ, এর প্রথম ফোঁটা রক্ত মাটি স্পর্শ করতেই তোমার সকল পাপ মাফ করে দেওয়া হবে।

عن ابن عباس أن رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم ألف بين نسائه في بقرة في الأضحى. رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن

ইবন আব্বাস রা. বলেন, রাসূল সা. কুরবানীতে আপন স্ত্রীদেরকে এক গরুতে শরীক করেছেন। (ত্বাবারানী। এই হাদীছের একজন রাওয়ী ইবনু লাহীয়া'হ, যার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে অনেক কথা আছে। তবে তার এই হাদীছটি হাসান)

বিধান: ১৪

এক পরিবার থেকে একটি কুরবানীই যথেষ্ট।

দলীল: হাদীছ।

عن عبد الله بن هشام وقد أدرك النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم أن أمه أنت به النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم فمسح برأسه ودعا له وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح

আব্দুল্লাহ বিন হিশাম (যিনি শিশুকালে রাসূল সা.-কে দেখেছেন) রা. থেকে বর্ণিত, (শিশুকালে) তার মা তাকে নিয়ে রাসূল সা.-এর কাছে গিয়েছিলেন। রাসূল সা. তার মাথায় হাত বুলিয়েছেন এবং তার জন্য দুআ করেছেন। তিনি তার পরিবার থেকে একটি মেষ কুরবানী করতেন। (ত্বাবারানী, সনদ সাহীহ)

ما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه : على أهل كل بيت أضحية . أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي

মুখান্নাফ বিন সুলাইম থেকে বর্ণিত, প্রতিটি পরিবারকে কুরবানী দিতে হবে। (আহমাদ, তিরমিযী, আবু-দাউদ, নাসায়ী, ইবনু মাজা। সনদ ঠিক আছে)

পর্যালোচনা: কুরবানী আসলে ফিতরার মতো নয়। ঈদ আল-ফিতরে পরিবারের কর্তা তার অধীন (নারী-শিশুসহ) প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষ থেকে আলাদাভাবে ফিতরাহ আদায় করেন। কিন্তু কুরবানী এমন নয়। ঈদ আল-আদ্বহার সময়ে পরিবারের কর্তাব্যক্তি শুধু নিজের পক্ষ থেকে একটি ছাগল বা মেষ কুরবানী করবেন। পরিবারের অন্য সদস্যদের পক্ষ থেকে কুরবানী দিতে হবে না। কর্তাব্যক্তির পক্ষ থেকে যে ছাগল বা ভেড়া কুরবানী করা হবে, সেটাই তার পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

ফিক্বহ বিশ্লেষণ:

এ ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে দীর্ঘ আলোচনার পর ইসলাম ওয়েবে লেখা হয়েছে,

فالحاصل أنه إذا كان أبوك ينفق عليك فله أن يشركك معه في الثواب، وإذا كنت مستقلا بنفقتك فالأولى أن تضحي عن نفسك وأهلك ،وكذا إذا كنت أنت ووالدك مشتركين في المؤونة والنفقة ولا ينفق أحد منكما على الآخر فعلى كل واحد منكما أضحية في قول المالكية وفي قول الشافعية والحنابلة أنه تجزئ واحدة عنكما..

সারকথা হলো, (থাকা-খাওয়াসহ খরচাদির ব্যাপারে)
» কোনো ব্যক্তি তার বাবার ওপর নির্ভরশীল হলে বাবার কুরবানীই তার জন্য যথেষ্ট হবে।

» যে ব্যক্তি বাবার ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং স্বনির্ভর, সে নিজের কুরবানী নিজেই করবে।

» পিতা-পুত্র সম্মিলিতভাবে পরিবারের ব্যয় বহন করলে (পিতা-পুত্র) উভয়ে আলাদা আলাদা কুরবানী করবে। (এটি হচ্ছে মালিকী ফিক্বহ।) আর শাফিয়ী' ও হাম্বলী ফিক্বহ মতে, তখনো উভয়ের জন্য একটি কুরবানী যথেষ্ট হবে।

বিধান: ১৫

কুরবানীর পশু পছন্দ করা এবং উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم: خير الأضحية الكبش الأقرن

উ'বাদাহ বিন স্বামিত রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, কুরবানীর জন্য উত্তম পশু হচ্ছে শিংওয়ালা ভেড়া। (আবু দাউদ, হাদীছটি সাহীহ)

পর্যালোচনা: ত্রুটিমুক্ত এবং উত্তম পশু কুরবানী করা উচিত।

কোন পশু উত্তম: কুরবানীর জন্য কোন পশু উত্তম? এ নিয়ে ফিক্বহী ইমামগণ থেকে দুই ধরনের বিশ্লেষণ পাওয়া যায় :

১. কুরবানীর জন্য ভেড়াই উত্তম পশু। কারণ :

» রাসূল সা. নিজেই বলেছেন, 'কুরবানীর জন্য উত্তম পশু হচ্ছে শিংওয়ালা ভেড়া।'

» রাসূল সা. নিজে ভেড়া কুরবানী করেছেন। অন্য পশু উত্তম হলে তিনি তা-ই করতেন।

» ইবরাহীম আ. যখন ছেলে কুরবানী করেছিলেন, তখন মহান আল্লাহ ফিদইয়াহ হিসেবে তার বদলে ভেড়া পাঠিয়েছিলেন। যেহেতু এই জবেহ ছিল কুরবানীর সর্ব উত্তম আদর্শ, তাই কুরবানীর জন্য অন্য পশু উত্তম হলে আল্লাহ তা-ই পাঠাতেন।

এসব দ্বারা প্রমাণিত হয়, কুরবানীর জন্য ভেড়াই উত্তম। এটি হচ্ছে ইমাম মালিক রাহ.-সহ একদল উলামার বিশ্লেষণ।

২. অন্য মতে কুরবানীর জন্য উট উত্তম, তারপর গরু, তারপর মেষ (বা ছাগল)। কারণ, এক হাদীছে রাসূল সা. বলেছেন, জুমুআর দিনে যে ব্যক্তি প্রথমে মসজিদে আসবে সে একটি উট কুরবানীর ছাওয়াব পাবে, তারপর যে আসবে সে একটি গরু কুরবানীর ছাওয়াব পাবে, তারপর যে আসবে সে একটি ভেড়া কুরবানীর ছাওয়াব পাবে। এতে প্রতীয়মান হয়, উট কুরবানীতে ছাওয়াব সবচেয়ে বেশি, তারপর গরু, তারপর মেষ। এটি হচ্ছে ইমাম আবু হানীফাহ, ইমাম শাফিয়ী' রাহ.-সহ একদল উলামার বিশ্লেষণ।

বিধান: ১৬

ত্রুটিযুক্ত পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।

দলীল: সাহীহ হাদীছ।

عن البراء بن عازب قال : قام فينا رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم فقال : أربع لا تجوز في الأضاحي (وفي رواية لا تجزئ) العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ،وقال الترمذي حديث حسن صحيح .

قال النووي : وأجمعوا أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء لا تجزئ التضحية بها ، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه انتهى.

বারা বিন আ'যিব রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. একবার আমাদের মাঝে (বক্তৃতা দিতে) দাঁড়িয়ে বললেন, চারটি (ত্রুটি এমন রয়েছে, যার কোনো একটি যুক্ত হলে এই) পশু দিয়ে কুরবানী দেওয়া যাবে না :

১. স্পষ্টত ট্যারা বা একচোখা পশু। (যেমন : এক চোখ নেই বা এক চোখ সাদা হয়ে গেছে ইত্যাদি)।

২. রুগ্ন পশু, যার অসুস্থতা স্পষ্ট বোঝা যায়।

৩. খোঁড়া পশু, যার খোঁড়ামি স্পষ্ট বোঝা যায়।

৪. শীর্ণ পশু, যে পশুর এ অবস্থা থেকে উত্তরণের সম্ভাবনা নেই। (আবু দাউদ, তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীছটি সাহীহ)

পর্যালোচনা: ইমাম নববী বলেছেন, সবাই এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত ত্রুটিসমূহ বা এর সম-মানের ত্রুটিযুক্ত পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।

কুরবানী দিতে সরকার জনতাকে সাহায্য করবে।

দলীলঃ সাহীহ হাদীছ।

وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلم. فقال ضح به أنت

উ'ক্ববাহ বিন আ'মির রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. সাহাবাদের মাঝে (কুরবানীর পশু) বিতরণের জন্য তাঁর কাছে কিছু মেষ দিলেন। (বিতরণের পর) এক বছরের কম বয়সি একটি মেষ-শাবক বাকি রইল। উ'ক্ববাহ রাসূল সা.-কে জানালে তিনি বললেন, তুমি এটা জবেহ করে নিয়ো। (মুসলিম : ১৯৬৫)

পর্যালোচনাঃ সরকারের এই দায়িত্ব মানবিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় দায়িত্ব। সরকার তার সাধ্যমতো জনতাকে সাহায্য করবে। সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে, জনসচেনতা তৈরি করে, পশুর হাট বসিয়ে, হাটের নিরাপত্তা দিয়ে, পরিবেশবান্ধব জবেহ ও দ্রুত আবর্জনা নিষ্কাসনের ব্যবস্থা করে, নগদ অর্থ সাহায্য দিয়ে এবং কুরবানীর পশু বিবতরণ করে সরকার জনতাকে সাহায্য করবে। মদীনার ইসলামী সরকারের পক্ষ থেকে যেমনটি করেছেন রাসূল সা.।

বিধান: ১৮

উট, গরু, ছাগল ও মেষ ব্যতীত অন্য পশু দিয়ে কুরবানী হবে না।

দলীল: আল-কুরআনের আয়াত।

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

(তোমরা হাজ্জের ব্যবস্থা করবে আর) লোকজন তাদের (দুনিয়া ও আখেরাতের) কল্যাণে শামিল হবে। আমি তাদের খাদ্য হিসেবে যেসব নিরীহ পশু দান করেছি, নির্ধারিত দিনগুলোতে (এসব পশু কুরবানী করবে। জবেহকালে) এদের ওপর আল্লাহর নাম নেবে। পরে তা (কুরবানীর মাংস) নিজে খাবে, দুস্থ ও অভাবগ্রস্থদের খেতে দেবে। (সূরা হাজ্জ : ২৮)

পর্যালোচনা: এই আয়াতে কুরবানী হিসেবে নিরীহ পশু জবেহ করতে বলা হয়েছে। নিরীহ পশু বলতে কোন কোন পশুকে বোঝানো হয়? এ কথা বলা হয়েছে সূরাহ আনয়া'মের ১৪৩ তম আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে,

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (142) ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (143) وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَٰذَا ۚ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (144)

১৪২. কিছু পশু 'হা'মূলাহ' কিছু 'ফারশ'। তোমরা আল্লাহর দেওয়া (হালাল) খাবার গ্রহণ করো, (হারাম খাদ্য গ্রহণ করে) শয়তানের পদাঙ্ক অনুকরণ করো না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

জ্ঞাতব্য: 'হা'মূলাহ' অর্থ উঁচু আকৃতির, ভারবাহী। যেসব পশু বাহন হিসেবে বা কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায়, সেগুলোকে হা'মূলা বলে। যেমন : উট, গরু, ইত্যাদি। আর 'ফারশ' অর্থ নিচু আকৃতির। যেসব পশু বাহন বা কৃষি কাজে ব্যবহার করা যায় না, শুধু মাংস খাওয়া যায়; সেগুলোকে ফারশ বলে। যেমন : ছাগল, ভেড়া, ইত্যাদি।

১৪৩. (হালাল গবাদিপশু বা নিরীহ পশু) আট প্রকার। মেষ দুইটি (নর ও মাদি), ছাগল দুইটি। (কাফিরদের) জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ নর হারাম করেছেন, না মাদি? নাকি মাদির গর্ভাশয়ের বস্তু? তোমরা সত্য হলে সঠিক উত্তর দাও।

১৪৪. উট দুইটি, গরু দুইটি। জিজ্ঞেস করো, আল্লাহ নর হারাম করেছেন, না মাদি? নাকি মাদির গর্ভাশয়ের বস্তু? (কোনো পশুকে হালাল-হারাম করে) আল্লাহ যখন আদেশ জারি করেছিলেন, তখন তোমরা কি তথায় উপস্থিত ছিলে? যে ব্যক্তি মানুষকে বিভ্রান্ত করতে কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে আল্লাহর ওপর মিথ্যা রটায়, তার চেয়ে বড় পাপিষ্ঠ আর কে? আল্লাহ পাপিষ্ঠদের হেদায়াত করেন না (যদি সে না চায়)

জ্ঞাতব্য: যে পশু হালাল, তা সবার জন্যই হালাল, এর সকল অংশই হালাল। একই পশু কারও জন্য হালাল আর কারও জন্য হারাম হয় না। একই পশুর এক অংশ হালাল আর অপর অংশ হারাম হয় না। কিন্তু মুশরিকরা এমন করত। আর আজকাল আমাদের সমাজের কিছু মানুষকেও এমনটি করতে দেখা যায়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

এখানে আনয়া'ম (নিরীহ পশু বা গবাদি পশু) বলে মেষ, ছাগল, উট, গরু, এই চার প্রকার পশুর কথা বলা হয়েছে। রাসূল সা. এবং সাহাবাদের জীবন-চরিত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তাঁরা এই চার প্রকার পশুই ক্বুরবানী করেছেন। এছাড়া অন্য কোনো পশু ক্বুরবানী করেননি। সুতরাং

» মেষ, ছাগল, উট ও গরু, এই চার প্রকর এবং এজাতীয় পশু দিয়েই ক্বুরবানী দিতে হবে। এছাড়া অন্য পশু দিয়ে ক্বুরবানী হবে না।

» জংলি পশু দিয়ে ক্বুরবানী হবে না।

» জংলি পশু ও গৃহপালিত পশুর ক্রস হয়ে কোনো পশুর জন্ম হলে মা যদি গৃহপালিত হয় আর বাপ জংলি হয়, তবে এই পশু দিয়ে ক্বুরবানী হবে। আর বাপ গৃহপালিত এবং মা জংলি হলে এই পশু দিয়ে ক্বুরবানী হবে না। কারণ, পশুর ক্ষেত্রে মায়ের পরিচয়টাই মুখ্য হয়।

রাসূল সা.-এর ক্বুরবানীঃ রাসূল সা. আমাদের জীবনের আদর্শ। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের আদর্শ। তাঁর আদর্শ বা তরিকা মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতিসহ জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর আদর্শের বিপরীতে অন্য কারও আদর্শ বা তরিকা গ্রহণ করা যাবে না। ক্বুরবানীর বেলায়ও তিনিই আমাদের আদর্শ। তাঁর তরিকাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র পথ। তাই আসুন দেখি, তিনি কীভাবে ক্বুরবানী করেছেন।

عن أبي طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين فقال عند ذبح الأول : عن محمد وآل محمد. "وقال عند ذبح الثاني" : "عن من آمن بي وصدقني من أمتي.

رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط من رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن جده ولم يدركه ورجاله رجال الصحيح .

আবু ত্বালহা'হ রা. থেকে বর্ণিত, নবী সা. মোটাতাজা দুটি ভেড়া কুরবানী করলেন। প্রথমটি জবেহকালে বললেন, মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে। আর দ্বিতীয়টি জবেহকালে বললেন, আমার উম্মতের যারা আমার ওপর ঈমান আনবে এবং আমাকে মেনে চলবে, তাদের পক্ষ থেকে। (তাবারী, সনদ সাহীহ)

আমাদের আহ্বান: আসুন আমরা সবাই নবী সা.-এর পথে চলি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী সা.-এর আদর্শ ও তরিকা মেনে চলি। নবী সা.-এর সুন্নত মেনে ভেজালমুক্ত কুরবানী করি।

বিধান: ১৯

রাসূল সা.-এর কুরবানী।

দলীল: হাদীছ

عَنْ حَنَشٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ : مَا هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَانِي أَنْ أُضَحِّيَ عَنْهُ فَأَنَا أُضَحِّي عَنْهُ.

হানাশ (একজন তাবেয়ী) বলেন, আমি দেখলাম আলী (রা.) দুইটি মেষ কুরবানী করছেন। আমি (আশ্চর্যান্বিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলাম, এসব কী?

তিনি বললেন, রাসূল সা. আমাকে অসিয়ত করে গেছেন, 'আমি যেন তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করি', তাই আমি তাঁর পক্ষ থেকে (একটি মেষ কুরবানী) করে থাকি। (তিরমিযী। এ সম্পর্কে আরও ২/১টি হাদীছ আহমদ, আবু দাউদসহ অন্যান্য কিতাবে পাওয়া যায়। এসব হাদীছের একটিও তেমন মজবুত নয়)

এছাড়া আর কোনো সাহাবী রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন বা রাসূল সা. তাঁর পক্ষ থেকে কুরবানী করতে বলেছেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর ইবাদাতের ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, যতটুকু দলীল দ্বারা প্রমাণিত আছে, ততটুকুতেই সীমাবদ্ধ থাকা এবং নিজ থেকে কিছু সংযুক্ত না করা।

তাছাড়া রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম হলে তিনি নিজেই বলে দিতেন, যেমন দুরুদ ও সালামের বেলায় বলে দিয়েছেন। আর এতে কোনো কল্যাণ বা নবীপ্রেমের বিষয় থাকলে সাহাবাগণ অবশ্যই রাসূল সা.-এর নামে কুরবানী করতেন। কারণ, তাঁরা ছিলের নবীপ্রেমের উজ্জ্বল নমুনা। তাঁদের চেয়ে নবীপ্রেম আর কারও বেশি হতে পারে না।

বিধানঃ ২০

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী।

দলীলঃ কুরবানী একটি ইবাদাহ। আর ইবাদাত জীবিতরা করবে, মৃতরা নয়। তবে যেসব ইবাদাত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকেও করা যাবে বলে রাসূল সা. অনুমতি দিয়েছেন এবং সাহাবাগণ করেছেন (যেমন সাদাকাহ, হাজ্ব, ইত্যাদি) বলে প্রমান পাওয়া যায়; ওইসব ইবাদাত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা যাবে আর যেসব ইবাদাত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে করা যাবে বলে রাসূল সা. বা সাহাবাদের থেকে কোনো প্রমান

পাওয়া যাবে না; ওইসব ইবাদাত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আমরা করব না। এটাই সোজা কথা।

মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানীর ব্যাপারে রাসূল সা. বা সাহাবাগণ থেকে কোনো প্রমান পাওয়া যায়নি শুধু রাসূল সা.-এর পক্ষ থেকে আলী রা.-এর কুরবানী ছাড়া। আর আলী রা.-এর কুরবানীর মূল কারণ ছিল অসিয়ত। তাই অসিয়ত ব্যতীত সাধারণভাবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী করা উচিত নয়।

ফিক্বহ বিশ্লেষণঃ

তবে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কুরবানী না করার ব্যাপারে যেহেতু কুরআন বা হাদীছে সরাসরি কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই এবং বিষয়টি সরাসরি কোনো পাপের সাথেও সম্পৃক্ত নয়। তাই এর বিপক্ষে কঠোর অবস্থান থেকেও সরে আসতে হবে। ফকিহগণ বিষয়টিকে ৩ভাবে বর্ননা করেছেন। যথা..

» মৃত ব্যক্তির অসিয়ত থাকলে যথাসাধ্য করা উচিত।

» পরিবারের জীবিতদের সঙ্গে মিশিয়ে এমন ভাবে নিয়ত করা যে "ইহা আমার পরিবারের পক্ষ থেকে"। যেমনটি রাসূল সা. করেছেন বলে প্রমাণিত আছে। রাসুল সা. নিজ পরিবারের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন এবং উনার পরিবারের কোনো কোনো সদস্য মৃতও ছিল। তাই এমন করা যাবে।

» মৃত ব্যক্তির নাম উল্লেখ করে তার পক্ষ থেকে আলাদা কুরবানী। ইহা প্রমাণিত নয় তাই ইহা পরিহার করা উচিত। তবে কেউ করলে পাপ হবে না। কারণ যেহেতু অন্য ইবাদাত মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে প্রমাণিত আছে।

কুরবানীর পশুর চামড়া নিজে ব্যাবহার করতে পারবে বা যে কাউকে দিতে পারবে।

কুরবানীর পশুর চামড়া আসলে এ পশুরই অংশ। তাই চামড়া ব্যবহারের বিধান অনেকটা মাংস ব্যবহারের বিধানের মতোই। সুতরাং আপনার কুরবানীর পশুর চামড়া আপনি রান্না করে খেতে পারবেন, শুকিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন অথবা ধনী বা গরীব কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানে দান করে দিতে পারবেন। তবে বিক্রি করে দিলে এর মূল্য গরীব-দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেবেন। বর্ণিত হয়েছে,

عن علي بن أبي طالب . قال أمرني رسول الله صلى اله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها ، وأن لا أعطي الجزار منها شيئا . وقال : نحن نعطيه من عندنا

আলী রা. থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একবার (কুরবানীর সময়ে) রাসূল সা. আমাকে আদেশ দিলেন, আমি যেন তাঁর (কুরবানী করা) উটের কাছে থাকি, এর মাংস ও চামড়াগুলো দান করে দেই; আর যিনি জবেহ করেছেন, তাকে যেন এর থেকে কিছু না দেই। তিনি বলেছেন (জবেহের বিনিময় হিসেবে) তাকে আমরা নিজ থেকে (অন্যকিছু) দেব। (বুখারী: ১৭১৭, মুসলিম: ১৩১৭)

দলীলঃ হাদীছ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ»، أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: هذا الحديث صحيح ولم يخرجاه.

আবু হুরাইরাহ রা. থেকে বর্ণিত; রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যাক্তি তার কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করে দিল, তার কুরবানী-ই হলো না। (মুসতাদরাক হাকিম। তিণি বলেছেন, হাদিছটি সহীহ)

قوله عليه السلام: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا
قوله عليه السلام: لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي، وتصدقوا واستمتعوا
بجلودها.رواه أحمد 26/ 146 (16211)، قال: حدثنا حجاج

ক্বাতাদাহ বিন নু'মান থেকে বর্ণিত; রাসুল সা. বলেছেন, তোমরা কুরবানীর মাংস বা কোনোকিছু বিক্রি করবে না; বরং দান করে দেবে আর এর চামড়া ব্যবহার করবে। (হাম্বলীদের কিতাব আল-ইনক্বা'-তে উত্তম সনদে হাদিছটি বর্ণিত হয়েছে)

» কুরবানী পশুর চামড়া নিজে ব্যবহার করবে বা অন্যকে দান করে দেবে।

» কুরবানীর মাংস যেভাবে ধনী-গরীব সবাই খেতে পারে এবং সবাইকে দেওয়া যায়; কুরবানীর পশুর চামড়াও সেভাবেই সবাই ব্যবহার করতে পারবে এবং সবাইকে দেওয়া যাবে।

» হাম্বলী ফিক্বহ মতে কুরবানী পশু চামড়া বিক্রি করা বৈধ নয়। যেমন এর মাংস বিক্রি করা বৈধ নয়।

» হানাফীসহ অনেক উলামার মতে কুরবানীর পশুর চামড়া ফেলে না দিয়ে বিক্রি করা যাবে এবং বিক্রি করলে এই অর্থ নিজে ব্যবহার করতে পারবে না; বরং সাদাক্বাহ করে দিতে হবে।

» আপনার কুরবানীর চামড়া কাউকে দান করার পর সে বিক্রি করতে পারবে। কারণ, সে এখন মালিক হয়ে গেছে এবং এটা তার কুরবানী নয়।

৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদঃ রাসূল সা.-এর কুরবানী

রাসূল সা. আমাদের জীবনের আদর্শ। মানবজীবনের সকল ক্ষেত্রেই তিনি আমাদের আদর্শ। তাঁর আদর্শ বা তরিকা মহান আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষানীতি, সংস্কার ও সংস্কৃতিসহ জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই তাঁর আদর্শের বিপরীতে অন্য কারও আদর্শ বা তরিকা গ্রহণ করা যাবে না। কুরবানীর বেলায়ও তিনিই আমাদের আদর্শ। তাঁর তরিকাই আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য একমাত্র পথ। তাই আসুন দেখি, তিনি কীভাবে কুরবানী করেছেন।

" نع يبأ ةحلط يضر الله هنع نأ يبنلا ىلص الله هيلع ملسو بحض نيشبكب نيحلمأ لاقف دنع حبذ لولأا نع دمحم لآو دمحم " لاقودنع حبذ يناثلا " نع نم نمآ يب ينقدصو نم يتمأ

هاور وبأ ىلعى يناربطلاو يف ريبكلا طسولأاو . نم ةياور قاحسإ نب دبع الله نب يبأ ةحلط نع هدج ملو ،مكردى ملاجرو لاجر حيحصلا.

আবু ত্বালহা রা. থেকে বর্ণিত; নবী সা. মোটাতাজা দুটি ভেড়া কুরবানী করলেন। প্রথমটি জবেহকালে বললেন, মুহাম্মাদ ও তার পরিবারের পক্ষ থেকে। আর দ্বিতীয়টি জবেহকালে বললেন, আমার উম্মতের যারা আমার ওপর ঈমান আনবে এবং আমাকে মেনে চলবে, তাদের পক্ষ থেকে। (ত্বাবারী, সনদ সাহীহ)

আমাদের আহবানঃ আসুন আমরা সবাই নবী সা.-এর পথে চলি। জীবনের সকল ক্ষেত্রে নবী সা.-এর আদর্শ ও তরিকা মেনে চলি। নবী সা.-এর সুন্নত মেনে ভেজালমুক্ত কুরবানী করি।

লেখক পরিচিতি

মুফতী শারীফ মুহাম্মদ সাঈদ

(রচনাকাল : ২৩/০৭/২০২০ ঈসায়ী, ২রা যু-ল-হিজ্জাহ ১৪৪১ হিজরি)

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক :	আইসাহ সিদ্দীক্বাহ রা. বালিকা মাদরাসাহ, দিরাই, সুনামগঞ্জ।
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক :	ইউনাইটেড ইন্সটিটিউট (অনলাইন)
প্রতিষ্ঠাতা ডাইরেক্টর ও ডিন স্টুডেন্ট এফিয়ার্স :	ইউরুপিয়ান জামিয়া ইসলামিয়া, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য।
প্রধান উপদেষ্টা :	ইসলামিক প্রভিশন, যুক্তরাজ্য।
মেম্বার হিয়ারিং ও ফতোয়া কমিটি :	মিডল্যান্ড শারীয়াহ কাউন্সিল, যুক্তরাজ্য।

www.muftisaeed.org.uk